উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ১০
সংখ্যা ১
জানুয়ারী - মার্চ ২০১১

চট্টগ্রামে শিশু আনন্দ মেলা -২০১১ সম্পন্ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে গত ১৩ - ১৫ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামে শিশু আনন্দ মেলা ২০১১ পালন করা হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী গত ১৩ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম শিশু একাডেমী প্রাঙ্গণে প্রধান অতিথি হিসেবে মেলার উদ্বোধন ঘোষনা করেন। চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জনাব ফয়েজ আহম্মদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চেমন আরা তৈয়ব এম পি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিশু একাডেমীর শিশু - কিশোরদের অংশগ্রহনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। ৩ দিন ব্যাপী পরিচালিত মেলার উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল নাচ, গান, নাটক ও স্টল প্রদর্শন। (৭ এর পাতায়)

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শততম বর্ষপূর্তি পালিত

কর্মক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯১০ সালের ৮ মার্চ জার্মান নেত্রী ক্লারা জেৎকিন নারী দিবস পালনের যে আহ্বান করেছিলেন তার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে গত ১০০ বছর ধরে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১১ সালেও বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। এবারের দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল " শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমসুযোগ নিশ্চিত করবে নারীর কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন"। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় এবং চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে ৮ মার্চ তারিখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন উপলক্ষ্যে র‌্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(এল এ) জনাব আনিসুর রহমান র‌্যালীর উদ্বোধন করেন। র‌্যালী শেষে চট্টগ্রাম শিশু একাডেমীতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা এবং এডোলোসেন্ট সেন্টারের সদস্যবৃন্দ র‌্যালী ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহন করেন। দিবস পালনের ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ৯ মার্চ তারিখে ঘাসফুল এবং লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগং পারিজাত এলিটের যৌথ উদ্যোগে নারী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। কদমতলী আলোসিঁড়ি ক্লাবে অনুষ্ঠিত উক্ত নারী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামছুন্নাহার রহমান পরাণ। লায়ন ক্লাব ৩১৫ বি ফোরের কেবিনেট সেক্রেটারী কফিল উদ্দীন প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন দারিদ্র্য বিমোচন ছাড়া নারী উন্নয়ন বা নারী ক্ষমতায়ন কোনটিই সম্ভব নয়। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন (৭ এর পাতায়)

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্য বই বিতরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে সারাদেশ ব্যাপী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেনীতে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণ - ২০১১ গত জানুয়ারী মাসে সম্পন্ন হয়। নতুন বছরের শুরুতেই নতুন বই পেয়ে সারাদেশের ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা আনন্দে মেতে উঠে । ঘাসফুল শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত এনএফপিই (নন ফরমাল প্রাইমারী এডুকেশন) স্কুলের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীতে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মাঝে ২৪০ সেট বই বিতরণ করা হয়। গত ৪ ও ৫ জানুয়ারী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক) এলাকায় ঘাসফুল পরিচালিত এনএফপিই স্কুলের শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেন। ঘাসফুল ২০০৪ সাল হতে চট্টগ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কাছ থেকে এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণের জন্য নতুন বই গ্রহন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালেও ঘাসফুল শিক্ষা বিভাগ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া অবহেলিত ও বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্য বই বিতরণ করে। পটিয়া উপজেলায় পরিচালিত ঘাসফুল গ্রামীন শিক্ষা কার্যক্রমের (৭ এর পাতায়)

ঘাসফুল মাইম প্রকল্পের স্টাফ ওরিয়েন্টেশন

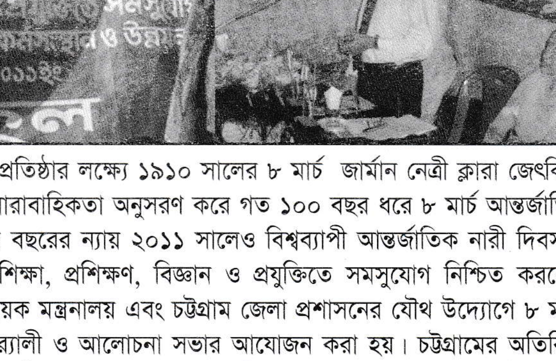

দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে হঠাৎ বিপদাপন্নতার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে পরিচালিত ঘাসফুল মাইম প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র জীবন বীমা কার্যক্রমের স্টাফ ওরিয়েন্টেশন গত ১৪ ফেব্রুয়ারী ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল ও মাইম লিমিটেডের যৌথ উদৌগে পরিচালিত উক্ত ওরিয়েন্টেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনাফি এশিয়া বাংলাদেশ ও মাইম লিমিটেডের চেয়ারম্যান জনাব আতিকুন নবী। ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সহ সভাপতি ড. মনজুর - উল- আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী। ক্ষুদ্র বীমা প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ সকলকে অবহিত করার জন্য মাইম লিমিটেডের অপারেশন ম্যানেজার এস এম ইয়াহিয়া প্রেজেন্টশন পর্ব পরিচালনা করেন। সভায় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন দারিদ্র্য বিমোচন, জেন্ডার সমতা ও উন্নয়নই এই প্রকল্পের মুল লক্ষ্য। তিনি আরো বলেন এই প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা, ঝুঁকি নিরসণ, জীবন ও ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে (৭ এর পাতায়)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

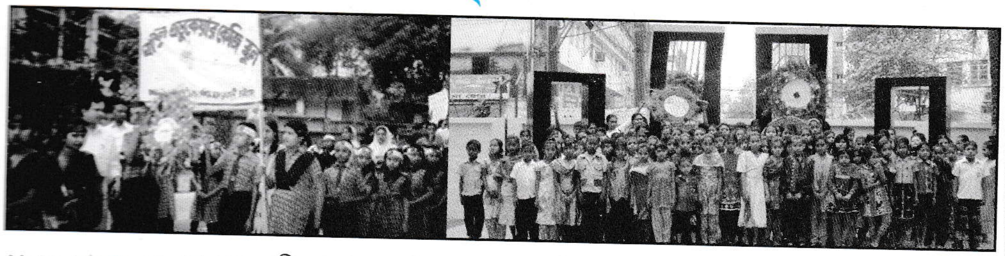

১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ঢাকার রাজপথের উত্তাল মিছিলে পাকিস্তানী স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী গুলি চালালে শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার সহ নাম না জানা আরো অনেকেই। তাঁদের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙ্গালীর ভাষার দাবী। সারাপৃথিবীতে এই এক বিরল দৃষ্টান্ত। ২১শে ফেব্রুয়ারীর পথ বেয়েই গড়ে উঠে বাঙ্গালীর স্বাধিকারের চেতনা। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক কিছুই মুছে যায়। কিন্তু ভাষার জন্য বাঙ্গালীর যে লড়াই তা যেন সারাবিশ্বব্যাপী দিন দিন আরো মহিমান্বিত হয়ে উঠছে। ২১শে ফেব্রুয়ারী এখন সারা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সমগ্র বাংলাদেশ গভীর শ্রদ্ধা ও শোকের সাথে স্মরণ করে মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের। দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহন করা হয়। ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা ২১শের প্রথম প্রহরেই প্রভাত ফেরী সহকারে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদীতে পুস্পার্ঘ অর্পন করে মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। পাশাপাশি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহযোগিতায় পরিচালিত নেস্ট প্রকল্পের আওতাধীন উপ আনুষ্ঠানিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা চট্টগ্রামের বিভিন্ন শহীদ মিনারের বেদীতে পুস্পমাল্য অর্পন করে। নেস্ট প্রকল্পের ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের অনেকেই মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণ করার জন্য নিজেদের তৈরীকৃত শহীদ মিনারে ফুলের পসরা সাজায়।

মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১১ উদযাপন

বর্ণাঢ্য র‍্যালী, কুচকাওয়াজ ও মনোরম ডিসপ্লে এবং শিশু কিশোর সমাবেশ আয়োজনের মধ্যে দিয়ে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালিত হয়ে গেল মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস - ২০১১। স্বাধীনতা দিবসের ৪০তম বার্ষিকীতে গত ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জনাব ফয়েজ আহম্মদ বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে এই আয়োজনের উদ্বোধন করেন। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লেতে অংশগ্রহন করেন। সুবিধাবঞ্চিত ও তৃণমুল জনগোষ্ঠীর শিশুদের নিয়ে পরিচালিত ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে উপস্থিত সকলের নজর কাড়তে সক্ষম হয়। পাশাপাশি এমজেএফ এর সহযোগিতায় পরিচালিত নেস্ট প্রকল্পের ৩০ টি এনএফই কেন্দ্রে মহান স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষ্যে গত ২৭ মার্চ আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল একজন মুক্তিযোদ্ধা ও জাতীয় পতাকা।

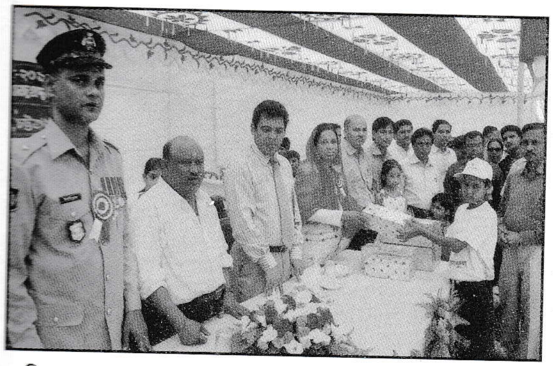

পটিয়া উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষ্যে পটিয়া সরকারী কলেজ মাঠে র‍্যালী, কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লের আয়োজন করা হয়। ব্র্যাকের সহযোগিতায় পরিচালিত ঘাসফুল গ্রামীন শিক্ষা কার্যক্রমের শিশুরা কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লেতে অংশগ্রহন করে এবং কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান লাভ করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে পটিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব ইদ্রিস মিয়া, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আবুল হোসেন, পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আহম্মেদ ইমতিয়াজ ও পটিয়া উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মাজেদা বেগম শিরু। ঘাসফুল লাখেরা স্কুলের ছাত্র নইম উদ্দিন অতিথিদের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

ঘাসফুল শিক্ষা কার্যক্রম সংবাদ

অভিভাবক সভা সম্পন্ন

ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে শিক্ষিকা ও ঘাসফুল শিক্ষা কর্মকর্তার মতবিনিময় সভা গত ১৫-১৯ জানুয়ারী ২০১১ তারিখে ৫ টি এনএফপিই কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। আলাদা আলাদা ভাবে অনুষ্ঠিত সভা সমূহে স্কুলে পড়ালেখার পরিবেশ আরো উন্নত করার জন্য অভিভাবকদের মতামত গ্রহনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের স্কুল মুখী করানোর জন্য অভিভাবকদের সহযোগিতা কামনা করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া এই সব শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা অব্যাহত রাখার জন্য স্কুল সেভিংস এর গুরুত্ব এবং স্কুলে পাঠদানের পাশাপাশি স্ব-স্ব গৃহে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার প্রতি নজর বৃদ্ধি করার আহ্বানের মধ্যে দিয়ে অভিভাবক সভার সমাপ্তি হয়।

এনএফপিই শিক্ষিকাদের বেসিক ট্রেনিং -২০১১ সম্পন্ন

চসিক আওতাধীন এলাকায় ঘাসফুলের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত এনএফপিই শিক্ষিকাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ গত গত ৫-১০ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে ঘাসফুল এসডিপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ৬ দিন ব্যাপী পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণে স্কুলে পাঠদান পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের সহজতর উপায় সমূহ নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, সেভিংস ও স্কুল পরিচালনায় বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়।

এডোলোসেন্ট সেন্টারের কার্যক্রম

চসিক ২৯ ও ৩০ নং ওয়ার্ডে কিশোর - কিশোরীদের জীবন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টার সমূহে গত জানুয়ারী - মার্চ ২০১১ তারিখে ১১ টি ইস্যুভিত্তিক ও ৬ টি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল গণকল্যান ও সরকার পুকুরপাড় এডোলোসেন্ট সেন্টারে অনুষ্ঠিত ইস্যুভিত্তিক সভা সমূহে তালাক, নিরাপদ পানি, নারী ও শিশু পাচার, এইডসের ধারণা ও প্রতিরোধে করণীয়, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও বিয়ে নিবন্ধনের গুরুত্ব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। মাসিক সভা সমূহে উপস্থিত কিশোর -কিশোরী ও সহায়িকাবৃন্দ খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন এবং নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন।

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ১০, সংখ্যা ১, জানুয়ারী - মার্চ ২০১১

সম্পাদকীয়

আসন্ন জাতীয় বাজেটে আইসিটি খাতে পল্লীএলাকার জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা অতীব জরুরী

গত এক দশকে বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের কলেবর ও গ্রাহক বৃদ্ধির ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগন দেশের ভেতরে অথবা বাইরে মূহূর্তের মধ্যেই যোগাযোগ করতে পারে। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ছাত্র, পেশাজীবি, কৃষক সহ দেশের আপামর জনগোষ্ঠী ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও একে অপরের সাথে সহজেই যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছে। সরকারী-বেসরকারী অফিস আদালত, কলকারখানা, ব্যাংক, বীমা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যক্রমকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালনার ফলে কর্মে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কম্পিউটার ও এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশের উপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহারের ফলে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠিও আইসিটি খাতের ব্যবহারে নিজেদের সংযুক্ত করতে পেরেছে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং দাতা সংস্থা সমূহের উদ্যোগে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। ২০০৭ সালে বাংলাদেশ টেলিসেন্টার নেটওর্য়াক (বিটিএন) ২০১১ সালের মধ্যে সারাদেশের গ্রামঞ্চলে ৪০ হাজার টেলিসেন্টার স্থাপন করে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর মাঝে আইসিটির আলো পৌঁছে দেওয়ার ঘোষণা দেয়। সেই ঘোষণার আলোকে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার সরকারহাটে ডি.নেটের সহযোগিতায় পল্লীতথ্য কেন্দ্র স্থাপন করে। পাশাপাশি অন্য অনেক এনজিও, মোবাইল অপারেটর সংস্থা ও ব্যক্তি উদ্যোগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই ধরনের কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এই কেন্দ্রগুলি আইসিটি খাতের সেবার সাথে পল্লীর জনগনের পরিচয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্রের নিকট থেকে তথ্য সেবা নিয়ে কর্মসংস্থান হয়েছে গ্রামের অনেক বেকার যুবকের। অনেক অসহায় মহিলা পল্লীতথ্যের টেলিহেলফের মাধ্যমে আইনি ও চিকিৎসা সহায়তা পেয়েছে। গ্রামের অনেক কৃষক ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে জানতে পেরেছে প্রয়োজনীয় বীজ ও কীটনাশক ব্যবহার সম্পর্কে । সর্বোপরি কর্মএলাকার সাধারণ জনগন বিশেষ করে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কম্পিউটার চালনার প্রক্রিয়া নিয়ে যে ভীতি কাজ করতো এখন তা অনেকটা লাঘব হয়েছে। তবে পুরোপুরি লক্ষ্য অর্জনের তাগিদে নিতে হবে আরো অনেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এই জন্য প্রয়োজন গ্রামীন অবকাঠামোর অবস্থিত ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্রের মত প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রয়োজনীয় লোকবল ও কারিগরী সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৮০ ভাগ আজো গ্রামে বাস করে। দেশের এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে আইসিটির আওতার বাইরে রেখে জাতীয় উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব নয়। তদুপরি লক্ষ্যিত গ্রামীন জনগোষ্ঠী এখনো পুরোপুরি ভাবে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। দারিদ্র্যের কারণে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট সহ আরো অন্যান্য বিষয়ে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ করতেও এরা সক্ষম নয়। আর এই জন্য প্রয়োজন গ্রামীন এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরী করা এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর ২০১০-১১ সালের বাজেটে উপজেলা পর্যায়ে ১ হাজার ২ শত টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের প্রস্তাব করেছেন এবং এই জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছেন। অঞ্চলভিত্তিক প্রযুক্তি-বৈষম্য কমিয়ে আনতে দেশের ১৩৩টি উপজেলায় 'কমিউনিটি ই-সেন্টার' স্থাপনের ঘোষণাও তাঁর বক্তব্যে এসেছে। আইসিটি খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১১২ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব দিয়েছেন। সরকারী এই সব উদ্যোগ ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের ব্যাপারে আমাদের আশান্বিত করে তুলে। সরকারের এই উদ্যোগকে তৃণমুল পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে দরকার এই বিষয়ে আরো ব্যাপক প্রচার প্রচারণা এবং গণসচেতনতা। ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্রের মত প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই বিষয়ে সরকার কাজে লাগাতে পারে। পল্লীতথ্যের কর্মীরা ইতিমধ্যেই তথ্যপ্রযুক্তি সেবার বার্তা নিয়ে গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দৌরগোড়ায় যেতে সক্ষম হয়েছে। এখন প্রয়োজন সরকারী ও দাতা সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা। আসন্ন ২০১১-১২ সালের বাজেটে এনজিও এবং ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত পল্লীতথ্য ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র সমূহের জন্য বাজেট এখন অনেকটাই সময়ের দাবী। দাতা সংস্থা কর্তৃক পরীক্ষামূলক ভাবে পরিচালিত এই সব কেন্দ্র সমূহ ইতিমধ্যেই পল্লী এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছে। এখন শুধু প্রয়োজন পৃষ্ঠপোষকতা ও সঠিক দিক নির্দেশনা। এই কেন্দ্র সমূহের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা গেলে তা সরকার ঘোষিত ২০১৩ সালের মধ্যে আইসিটি রোড ম্যাপ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৮ মার্চ - আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ডাক

বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও করণীয়

sumon@ghashful-bd.org

" শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমসুযোগ নিশ্চিত করবে নারীর কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন" ২০১১ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ডাক। এই প্রতিপাদ্য থেকে সহজেই অনুমেয় সারাপৃথিবীতে আজো কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমসুযোগ তৈরী হয়নি। ১৮৫৭ সালে মজুরী বৈষম্য, কর্মঘন্টা নিদিষ্ট করা, কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা রাস্তায় নেমেছিল। ১৫০ বছর পরেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশ সমূহে সেই একই দাবী নিয়ে নারীদের রাস্তায় নামতে দেখা যায়। তথাপিও নিউইয়র্কের নারী শ্রমিকদের সেই আন্দোলনের পথ ধরে ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন নারী সম্মেলন থেকে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের যে আহ্বান এসেছিল সেই আহ্বান যে আধুনিক মানব সভ্যতা বিনির্মাণে নারীর সম্পৃক্ততাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আজকের যে মেয়েটি শ্রমের সঠিক মজুরী পাচ্ছেন, যে কর্মজীবি নারীটি ভোগ করছেন প্রসবকালীন ছুটি, সুস্থ সুন্দর পরিবেশে যে নারীটি কাজ করছেন, এই অর্জনের পেছনে যেমন আছে যোগ্যতা ও ক্ষমতা, তেমনি রয়েছে ৮ মার্চের অনবদ্য প্রেরণা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মক্ষেত্র সহ আরো বিভিন্ন বিষয়ে নারীর অগ্রগতির হার অবশ্যই প্রেরণা দায়ক। শিক্ষা ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে মেয়েদের অংশগ্রহন বেড়েছে। সর্বশেষ অনুষ্ঠিত প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১১ লাখ ৪৯ হাজার ৯ শত ৬০ এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল ১০ লাখ ৭ হাজার ১০৮ জন। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহন বাড়াতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি এনজিও পরিচালিত এনএফপিই স্কুল সমূহের রয়েছে বড় ধরনের ভূমিকা। প্রাথমিকের ন্যায় মাধ্যমিক স্তরেও মেয়েদের অংশগ্রহন আশাজাগানিয়া। ১৯৯৪ সালে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের ভর্তির হার ছিল ৩৩ শতাংশ। মাত্র ১৭ বছরের ব্যবধানে এই হার বেড়ে হয়েছে ৫৪ শতাংশ। মেডিকেল, বিশ্ববিদ্যালয় সহ উচ্চ শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে মেয়েদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মত। তথাপিও শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে ঝরে পড়া মেয়েদের সংখ্যা এখনো আশংকা জনক। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রায় ৩৫ ভাগ ছাত্রী মাধ্যমিক স্তর থেকে ঝরে পড়ে । এই ঝরে পড়ার হার কমাতে বাল্য বিবাহ বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া অতীব জরুরী। বাল্য বিবাহের হার আমাদের দেশে এখনো আশংকাজনক পর্যায়ে রয়েছে। ১৯২৯ সালের বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ও ১৯৮৪ সালের সংশোধনী অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে নারীদের বিবাহ দেওয়া আইনত দন্ডনীয়। তথাপিও ২০০৯ সালে ইউনিসেফ প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ৬৪ শতাংশেরও বেশী নারীদের ১৮ বছরের আগে বিয়ে দেওয়া হয়। দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা ও অসচেতনতার কারণে বাল্য বিবাহ রোধ করা যাচ্ছেনা বলে অনুমিত। দারিদ্র্য যে শুধু বাল্য বিবাহকে উসকে দিচ্ছে তা নয়। দারিদ্র্যের কারণে নারীদের পোহাতে হয় আরো অনেক জটিল সমস্যা। বিশেষত স্বাস্থ্য সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দরিদ্র নারীদের অবস্থা অত্যান্ত সঙ্গীণ। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে ৭৬ শতাংশ গর্ভবতী মা প্রয়োজনীয় মূহুর্তে স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছেনা। যদিও মাতৃমৃত্যুর হার কমাতে বাংলাদেশের সাফল্য লক্ষণীয়। সরকারী উদ্যোগ এবং দাতা ও এনজিও সংস্থা সমূহ দরিদ্র নারীদের মাঝে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করেছে তবে তা এখনো কাংখিত লক্ষ্য থেকে অনেক দুরে অবস্থান করছে। নিরাপত্তাহীনতা শিক্ষা সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীর পশ্চাৎগামিতার আরেকটি প্রধান কারণ। গৃহে, রাস্তায়, কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের দেশে বিভিন্ন রকম আইন বলবত রয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে এইসবের সংশোধনীও এসেছে তথাপিও নারীর জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরী করা এখনো সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। যৌতুকের জন্য নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, পাচার, অপহরণ, যৌন হয়রাণী সহ আরো বিভিন্ন ভাবে নারী নির্যাতনের হার পাল্লা দিয়ে বেড়েই চলছে। ২০১১ সালে পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের তথ্য মতে ২০০৬ সালে নারী নির্যাতন মামলার সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ৭৩০টি। ২০১০ সালে এসে মামলার সংখ্যা দাড়ায় ১৬ হাজার ৮৮০ টিতে। (বাকী অংশ ৫ এর পাতায়)

ঘাসফুল সদস্য কুসুম বেগম - একজন সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

ঘাসফুল অক্সিজেন শাখার ১১৩ নং সমিতির দলনেত্রী কুসুম বেগম। 'মেসার্স কুসুম ট্রেডার্স' (ট্রেড লাইসেন্স নং-৮৮৯৬৮) এর স্বত্বাধিকারী। তার কারখানায় ৫ জন নারী শ্রমিক সেলাই মেশিন দিয়ে নেটের ব্যাগ তৈরীর কাজে নিয়োজিত। কর্মরত শ্রমিকদের মাসিক বেতন মাথা পিছু ৪ হাজার টাকা। চট্টগ্রামের টেরি বাজার হতে থান হিসেবে কিনে আনা নেট দিয়ে প্রতিদিন কুসুমের কারখানায় গড়ে ছয় থেকে সাত হাজার নেটের ব্যাগ তৈরি হয়। চাক্তাই, বহদ্দারহাট, হামজারবাগ, অক্সিজেন থেকে পাইকাররা তার ঘর হতে এই সব ব্যাগ কিনে নিয়ে যায়। শ্রমিকের বেতন ও কাঁচামালের খরচ বাদ দিয়ে দৈনিক মুনাফা ৬-৭ শত টাকা। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী স্বামী মোঃ বেলায়েত হোসেন ও ১ ছেলে ৩ মেয়ে নিয়ে কুসুম বেগমের সুখী পরিবার। কারখানার মেশিন সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করে পরিবারের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আরো নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা তার বর্তমান ব্রত। স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী এই কুসুম এখন এলাকার বিভিন্ন বয়সী নারীদের কাছে এক প্রেরণার উৎস।

পৈত্রিক নিবাস কুমিল্লা জেলার পাইকগাছা গ্রামে হলেও ১৯৭৯ সালে নয় বছর বয়সে মামা আব্দুল মোমিন এর সাথে কুমিল্লা হতে চট্টগ্রাম আসেন কুসুম বেগম। আমিন জুট মিলের কর্মচারী মামার সাথে হামজারবাগ এলাকার একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। লেখাপড়া খুব বেশি করেননি তবে ছোটবেলা থেকেই ছিলেন স্বাধীনচেতা; মনে লালন করতেন সৃষ্টিশীলতা ও স্ব-নির্ভরতার স্বপ্ন। অন্যদিকে সেলাই 'কাজে ছিল তার দক্ষতা। পরিবারের প্রয়োজনে হাতে সেলাই করতেন এবং স্বল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে প্রতিবেশিদের কাপড়েও সুঁই-সুতার মিলন ঘটাতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ১৯৮৮ সালে বেলায়েত হোসেন নামে এক ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীর সাথে কুসুমের বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিয়ের পর স্বামীর সহযোগিতায় একটি বাটারফ্লাই সেলাই মেশিন ক্রয় করে ব্যবসায়ীক ভিত্তিতে সেলাইয়ের কাজ আরম্ভ করে। স্বামীর আয়ের সাথে কুসুমের আয় যোগ হওয়ায় এই পরিবারটির আয় পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু শুধু মাত্র সেলাইয়ের কাজ কুসুমকে সন্তুষ্ট করতে পারছিলনা। আরো বড় ধরনের কোন উদ্যোগের সাথে

নিজেকে জড়িত করার করার জন্য তার ছিল এক অদম্য বাসনা। কিন্তু বাধ সাধল সাধ আর সাধ্যের দূরত্ব। এভাবে কেটে গেল বেশ কিছু বছর। ২০০৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে পরিচয় হল হামজারবাগ-এর হামজারদিঘীর পাড়ে বসবাসকারী একজন মহিলার সাথে, যিনি নেটের ব্যাগ তৈরির কারখানায় কাজ করতেন। নেটের ব্যাগ তৈরির ব্যবসা এবং কাজের ধরন সম্পর্কে জানার পর কুসুম উক্ত ব্যবসার প্রতি উৎসাহিত হন। উক্ত মহিলার সহযোগিতায় কুসুম নিজেকে সেই নেটের কারখানায় শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত করেন। শিখতে থাকেন নেটের ব্যাগ তৈরির কাজ এবং বুঝতে থাকেন বাজারজাতকরন পদ্ধতি। এ-এক কঠিন সময়। সারাদিন নেটের ব্যাগ তৈরির কারখানায় মজুরী দেয়া; রাতে সেলাই কাজ। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অদম্য ইচ্ছা শক্তি তাকে চালিত করছিল ক্লান্তিহীনভাবে। কিছু দিনের মধ্যেই নেটের ব্যাগ তৈরিতে কুসুম বেগম নিজেকে দক্ষ করে তুললেন। এখন শুধু লাভজনক এই ব্যবসায় নিজেকে জড়িত করার অপেক্ষা। সাংসারিক ব্যয় মিটিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা পুঁজির সাথে আরও কিছু পুঁজির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, স্বামীর কাছ থেকে কোন আর্থিক সহযোগিতা গ্রহন করবেন না। এই নতুন ব্যবসা হবে একান্তই তার নিজের; নিজস্ব ভুবন।

আর্থিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ সহযোগিতা গ্রহন করার উদ্দেশ্যে কুসুম ২০০৮ সালে পিকেএসএফের উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা ঘাসফুলের সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সদস্য হয়ে ঘাসফুল হতে প্রথম দফায় ৭ হাজার টাকা ঋণ গ্রহন করে। ঋণের সমুদয় অর্থ দিয়ে সে নেটের ব্যাগ তৈরীর জন্য থান কিনে নেয়। নিজের বাটারফ্লাই মেশিন দিয়েই শুরু করে উৎপাদনের কাজ। উৎপাদিত পন্য তিনি নিজ উদ্যোগে বাজারজাত করতে লাগলেন হামজারবাগ, বিবিরহাট, আতুরার ডিপো সহ স্থানীয় বাজারে। ব্যবসার পরিধি দিন দিন বাড়তে লাগল। দ্বিতীয় দফায় ঘাসফুল হতে ১২ হাজার টাকা ঋণ হিসেবে নিয়ে নতুন একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করে একজন নারী শ্রমিক নিয়োগ দেয়। এই ভাবে ৩য় ও ৪র্থ দফায় ঘাসফুল হতে যথাক্রমে ২০ ও ৪০ হাজার টাকা গ্রহন করে আরো ৪ টি সেলাই মেশিন এবং ৪ জন শ্রমিক নিয়োগ দেয়। এই ভাবে দিন দিন তার ব্যবসার পরিধি প্রসারিত হতে থাকলো। কুসুম বেগমের উদ্যোক্তা সুলভ গুনাবলী বিবেচনা করে ঘাসফুল তাকে ক্ষুদ্র উদ্যোগী (এম ই) কার্যক্রমের সদস্য করে আরো ১ লক্ষ্য টাকা ঋণ সহায়তা হিসেবে প্রদান করে। তার বর্তমান মুলধনের পরিমাণ প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা।

" ক্ষুদ্র ঋণ ক্ষুদ্র নয় - কাজে লাগালেই ভাগ্য জয়"। এই কথাটির এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি কুসুম বেগম। ক্ষুদ্র ঋণের অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও নিজের পরিশ্রম এবং একাগ্রতার সম্মিলন ঘটিয়ে কুসুম সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। নারী ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহ সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা তৈরীতে কুসুম যেন এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

তথ্য সংগ্রহ ও অনুলিখন - প্রবাল ভৌমিক - শাখা ব্যবস্থাপক, ঘাসফুল অক্সিজেন শাখা, চট্টগ্রাম।

সিডিএফ, পিকেএসএফ ও প্রশিকা আয়োজিত প্রশিক্ষণে ঘাসফুলের অংশগ্রহন

পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) আয়োজিত ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ গত ২-৬ জানুয়ারী ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল ফেনী সদর শাখার ব্যবস্থাপক হেলাল উদ্দিন ও নওগাঁ জেলার চৌমাসিয়া শাখার ব্যবস্থাপক একরামুল হক প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে উক্ত কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করেন।

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র আয়োজিত প্রশিক্ষণ গত ১৩-১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপক আবু করিম ছামি উদ্দিন ও হিসাব রক্ষণ ব্যবস্থাপক মোস্তফা জামাল উদ্দিন আর্থিক ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ৫ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করেন।

পিকেএসএফ আয়োজিত হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন ঘাসফুল চট্টগ্রাম মাদারবাড়ী ১ শাখার হিসাব রক্ষক মোঃ শরীফ ও নওগাঁ জেলার সতীহাট শাখার মোহম্মদ শাহীনুজ্জামান। গত ২২-২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ আয়োজিত হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ২২-২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক স্মৃতি চৌধুরী ৩ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করেন।

পিকেএসএফ আয়োজিত হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ১৪-১৭ মার্চ ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল চট্টগ্রাম সরকার হাট শাখার হিসাবরক্ষক মোঃ জামশেদুল ইসলাম ও পতেঙ্গা শাখার মোঃ সাইফুল ইসলাম উক্ত কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করেন।

ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ) ও ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স (আইএনএম) এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত মৌলিক হিসাব রক্ষণ ও হিসাব ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন ঘাসফুল চট্টগ্রাম কালারপোল শাখার হিসাবরক্ষক খোরশেদ আলম। গত ২০-২৪ মার্চ ২০১১ তারিখে উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

নারী দিবসের ডাক

(*৩য় পাতার পর*) নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে কার্যকরী ও যুগোপযোগি পদক্ষেপ নেওয়া অতীব জরুরী নচেৎ শিক্ষার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা কঠিন হয়ে দাড়াবে। কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের মাঝে বৈষম্য ও আয়ের ব্যবধান এখনো আমাদের দেশ থেকে পুরোপুরি দুর করা যায়নি। যদিও আদিকাল থেকে কৃষি প্রধান বাংলাদেশে নারীরা ধান মাড়াই থেকে শুরু করে ধান শুকানো, পাটের আঁশ ছড়ানো সহ আরো বিভিন্ন ভাবে অবদান রেখে চলছে। কিন্তু কৃষি নারী শ্রমিকদের সে আয় দেশের মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে বিবেচনায় আনা হয়না। ৮০এর দশক থেকে বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের যে বিপ্লব শুরু হয়েছে তাতেও নারীর অবদান সিংহভাগ। এর বাইরেও আমাদের দেশের নারীরা সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চতর পদে কর্মরত রয়েছে। দেশের উচ্চ আদালতের বিচারক হতে শুরু করে বিমানের পাইলট, ট্রেন চালক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষকতা সহ আরো অন্যান্য পেশায় নারীরা নিজ যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে চলছে। দেশে এনজিও পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোগী কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে নারীরা পরিবারের জন্য বাড়তি আয়ের সংস্থান করার পাশাপাশি দরিদ্র ও বেকার যুবক -যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। এই ভাবে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে নারীর বিশাল অবদান থাকা সত্বেও দেশের সর্বত্র নারী বান্ধব কর্মক্ষেত্র তৈরী হয়েছে এটি জোর দিয়ে বলা যাবেনা। আর এই জন্য প্রয়োজন শিক্ষার পাশাপাশি নারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এই প্রশিক্ষণ বৃদ্ধির জন্য জাতীয় ভাবে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ব্যতীত শত বছর ধরে পালিত হয়ে আসা ৮ মার্চের প্রতিপাদ্য সমূহ অর্জন করা দুরুহ হয়ে দাড়াবে। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, উপার্জনের সুযোগ, ঋণপ্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারীর জন্য সমসুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশে ৮ মার্চ পালনের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। ১৯৬৭ সালে তৎকালীন সোভিয়েত সরকারের আমন্ত্রনে মস্কোয় ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন আমাদের মহিয়সী এক নারী কবি সুফিয়া কামাল। সেই সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন "ভাষার জন্য, স্বাধীনতার জন্য, মারী-মড়কে, দূর্ভিক্ষে, সংগ্রামে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে এগিয়ে এসেছে। বাইরে আমাদের দেশের পরিচয় অনুন্নত দরিদ্র দেশ বলে। হয়তো কিছুটা আমরা তাই, কিন্তু চিত্তের দিক থেকে আমরা অনেক এগিয়ে"।

পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাবে হয়তো মাতৃস্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণের মত বিষয়গুলিতে কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে সময় লাগতে পারে কিন্তু উন্নত চিত্তের পরিচয় দিয়ে নারী নির্যাতন, যৌতুক, পাচার, এসিড নিক্ষেপ, ইভটিজিং ও বাল্য বিবাহের মত বিষয়গুলি আমরা বন্ধ করতে পারি আজ এবং এখন থেকেই।

অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ ঘাসফুল শিক্ষার্থীদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

ঘাসফুল কর্মএলাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এমনিতেই প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রবণ এলাকা। তদুপরি শহরের বস্তি ও কলোনীগুলো কাচা বা আধাপাকা হওয়ায় এই গুলিতে প্রায়শই অগ্নিকান্ড ঘটে। গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে কদমতলীর সোলেমান কলোনী এবং ২২ ডিসেম্বর তারিখে ধনিয়ালা পাড়ার ১ নং সুপারীপাড়ার ঠোঙ্গা কলোনীতে অগ্নিকান্ড সংগঠিত হয়। অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলি প্রায় নিঃস্ব হয়ে যায়। তদুপরি প্রচন্ড শীতে তাদের দূর্দশা আরো চরমে উঠে। এমজেএফ এর সহযোগিতায় পরিচালিত ঘাসফুল কৃষ্ণচূড়া, পুস্পিতা, ও প্রতিভা স্কুলের শিক্ষার্থীদের পরিবারও অগ্নিকান্ডে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সংশ্লিষ্ট পরিবার সমূহকে শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচানোর জন্য ঘাসফুলের উদ্যোগে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য শাড়ী, লুঙ্গি, সেন্ডেল সহ জরুরী খাদ্য সহায়তা হিসেবে চাল, ডাল ও তেল বিতরণ করা হয়। গত ১৩ জানুয়ারী কদমতলী আলোসিঁড়ি ক্লাবে উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্যবৃন্দ সহ অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সহ সভাপতি ড.মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, আলোসিঁড়ি ক্লাবের সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ শওকত আলী, কোষাধ্যক্ষ মোঃ নুরুল মোস্তফা এবং ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী, প্রমুখ।

অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ ঘাসফুল লাইভলীহুড বিভাগের সদস্যদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

ঘাসফুল কর্মএলাকা চট্টগ্রাম শহরের ফিরিঙ্গী বাজারস্থ অভয়মিত্র ঘাট এলাকায় নুরুল ইসলাম কমিশনারের বাড়ী সংলগ্ন এলাকায় গত ৪ মার্চ ২০১১ তারিখে রাত আনুমানিক ১২ টায় অগ্নিকান্ড সংগঠিত হয়। সংগঠিত অগ্নিকান্ডে এলাকার ১২ টি পরিবার ব্যাপক ভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। এর মধ্যে ঘাসফুল মাদারবাড়ী ১ শাখার সদস্য নার্গিস আকতার ও ছেনোয়ারা বেগমের বসবাসের ঘর ও নিজস্ব দোকান এবং ছখিনা বেগম, আনোয়ারা ও নুরজাহানের দোকান পুড়ে যায়। ঘাসফুল প্রধান ও শাখা কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শনে যায় এবং তাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে। গত ১৩ মার্চ ক্ষতিগ্রস্থ ঘাসফুল সদস্যদের নতুন করে আবার শুরু করার জন্য সহযোগিতার অংশ হিসেবে গৃহস্থালী তৈযজ সামগ্রী - হাড়ি, পাতিল, বাসন, বালতি প্রভৃতি প্রদান করেন।

বীমা দাবী পরিশোধ

ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের কোন উপকারভোগী সদস্য মারা গেলে মৃতসদস্যের পরিবারকে ঋণ পরিশোধের অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মৃত ব্যক্তির বিপরীতে ঋণ স্থিতির সমূদয় অর্থ মওকুফ করে দেওয়া হয়। গত ৩ মাসে (জানুয়ারী - মার্চ ২০১১) ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের মোট ৩১ জন জন উপকারভোগী মৃত্যুবরণ করেন। মৃত ব্যক্তিদের বিপরীতে ঋণ স্থিতির পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ৮ শত ৫০ টাকা। মৃতব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রাম জেলার মাদারবাড়ী ১ শাখার ৪ জন, মাদারবাড়ী ২ শাখার ৪ জন, মাদারবাড়ী ৩ শাখার ১ জন, মাদারবাড়ী ৪ শাখার ৫ জন, হালিশহর ৫ শাখার ১ জন, মাদারবাড়ী ৬ শাখার ১ জন, সরকারহাট শাখার ২ জন, পতেঙ্গা শাখার ১ জন, কাট্টলী শাখার ১ জন, পটিয়া সদর শাখার ২ জন, চৌধুরীহাট শাখার ২ জন, বহদ্দার হাট শাখার ৩ জন ও চান্দগাঁও শাখার ২ জন। এবং নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর শাখার ১ জন ও ফেনী সদর শাখার ১ জন। মৃতব্যক্তিদের বিপরীতে ঋণস্থিতির পুরো অর্থ ঘাসফুল বীমা তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়। পাশাপাশি ঘাসফুলে মৃত ব্যক্তিদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬ শত ৪০ টাকা। সঞ্চয়ের সমূদয় অর্থ কোন প্রকার প্রত্যাহার ফি ছাড়াই তাঁদের মনোনীত নমিনী বরাবর ফেরত দেওয়া হয়।

১৯ তম জাতীয় টিকা দিবস পালন

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা (এমডিজি) অনুসারে দেশে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে ১৯তম জাতীয় টিকা দিবসের ১ম ও ২য় রাউন্ড পালন করা হয়। গত ৮ জানুয়ারী ২০১১ তারিখে ১ম রাউন্ড ও ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯ তম জাতীয় টিকা দিবসের ২য় রাউন্ড দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রামেও পালন করা হয়। চসিক এর সহায়তায় ঘাসফুলের উদ্যোগে নগরীর ১৪, ২৭,২৯ ও ৩০ নং ওয়ার্ডে জাতীয় টিকা দিবস পালন করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে ১৪ নং ওয়ার্ডে মুনতাহা ফার্মেসী ও স্বদেশী ক্লাব, ২৭ নং ওয়ার্ডে বেপারী পাড়া ও বল্লার কলোনী, ২৯ নং ওয়ার্ডে ঘাসফুল এসডিপি কার্যালয়ে ও ৩০ নং ওয়ার্ডের সেবক কলোনীতে ৬ হাজার ৭ শত ৮১ জন শিশুকে দু ফোটা করে পোলিও টিকা, ২ হাজার ৮ শত ২৮ জনকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল এবং ২ হাজার ৪ শত ৪৩ জন শিশুকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। ঘাসফুলে কর্মরত নার্স, কমিউনিটি মবিলাইজার, স্বাস্থ্য সহকারী, মেডিকেল অফিসার ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণ এই সময় উপস্থিত ছিলেন।

এইডস প্রতিরোধে এলএসই এবং ভিডিও শো কার্যক্রম পরিচালিত

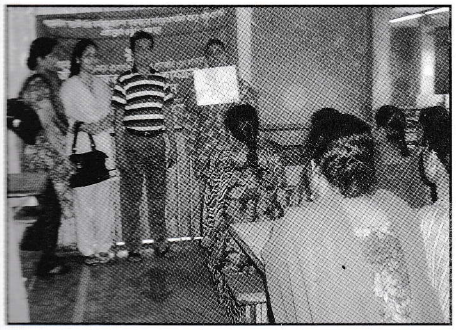

এইচআইভি ভাইরাসের ভয়াবহতা থেকে পোশাক কারখানার শ্রমিকদের রক্ষা করার লক্ষ্যে ঘাসফুলের উদ্যোগে চট্টগ্রাম শহরের ৮ টি পোশাক কারখানায় এলএসই (লাইফ স্কিল এডুকেশন) এবং শ্রমিকেরা বসবাসরত কমিউনিটিতে ৩০ টি ভিডিও শো অনুষ্ঠিত হয়। বিগত জানুয়ারী - মার্চ ২০১১ তারিখে এমটিএস গার্মেন্টস, আরব-জাবের গার্মেন্টস, ফ্যাশন প্রোডাক্ট, আনোয়ারা এপ্যারেলস, ক্লাসিক এন্ড স্পোর্টর্স ওয়্যার, ফারমিন ও ডে এপ্যারেলস এ অনুষ্ঠিত মোট ১৪ ব্যাচে ২৪৬ জন নারী ও ৪২ জন পুরুষ এইডস প্রতিরোধে জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহন করে। পাশাপাশি চট্টগ্রাম শহরের লালখানবাজার, হাইলেভেল রোড, মাঝির ঘাট, পার্বতীপাড়া, পশ্চিম মাদারবাড়ী স্টান্ড রোড এলাকায় এইডস সচেতনতামূলক ৩০ টি ভিডিও শো অনুষ্ঠিত হয়। ভিডিও শো সমূহতে ৭১ জন পুরুষ ও ৮৩৪ জন নারী অংশগ্রহন করে। জিএফটিএম ৯১২ এর "এইচআইভি প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল হাই রিস্ক পপুলেশন এন্ড ভালনারেভল ইয়ং পিপল ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইপসার সহযোগিতায় ঘাসফুল উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ঘাসফুলের উদ্যোগে কৃষি খাতে ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ক কর্মশালা

কর্মএলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত ও বিকল্প কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাসফুল কৃষি খাতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করছে। কর্মসূচীতে গতিশীলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে ঘাসফুল লাইভলীহুড বিভাগের উদ্যোগে গত ২২ জানুয়ারী ২০১১ তারিখে " কৃষি খাতে ক্ষুদ্র ঋণ নীতিমালা ও অন্যান্য প্রসিডিউর বিষয়ক কর্মশালা" ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল সহকারী পরিচালক লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুলের স্বাগত বক্তব্যের মধ্যে দিনের কর্মসূচী শুরু হলে ঘাসফুল কৃষি খাত কর্মসূচীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ সেলিম কর্মশালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ সকলের সামনে তুলে ধরেন। চট্টগ্রাম জেলায় কর্মরত কৃষি কার্যক্রম পরিচালনাকারী ঘাসফুল শাখা সমূহের ব্যবস্থাপক ও সংশ্লিষ্ট শাখার কৃষি ঋণ কর্মকর্তারা কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় কৃষি এবং কৃষি সাবসেক্টর, ঋণ নীতিমালা, কৃষি বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম, মারুফুল করিম চৌধুরী, আবু জাফর সরদার, ঘাসফুলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক বৃন্দ, প্রমুখ। এরই ধারাবাহিকতায় নওগাঁ জেলায় ঘাসফুল কৃষি খাত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা গত ১৩ মার্চ ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নওগাঁ সদর, নিয়ামতপুর, পত্নীতলা, জিনারপুর, সাপাহার, মান্দা ও চৌমাসিয়া শাখার ২ জন করে ক্রেডিট অফিসার ও শাখা ব্যবস্থাপক বৃন্দ । কর্মশালায় কৃষি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ সেলিম সহ অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক সামশুল হক।

সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত ঘাসফুল সমন্বিত সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১ ও ২ জানুয়ারী ২০১১ তারিখে সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ঘাসফুল মাদারবাড়ী ১-২-৩-২৬ নং শাখা সহ হালিশহর ৫, সরকারহাট, পতেঙ্গা, কাট্টলী, নজুমিয়াহাট, দেওয়ানবাজার, বহদ্দারহাট, অক্সিজেন এবং হাটহাজারী সদর শাখার মোট ১৬ জন ক্রেডিট অফিসার অংশগ্রহন করেন। পাশাপাশি গত ১৯-২১ মার্চ সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ নওগাঁ জেলায় ঘাসফুল চৌমাসিয়া শাখায় অনুষ্ঠিত হয়। নওগাঁ সদর, নিয়ামতপুর, চৌমাসিয়া, জিনারপুর, পত্নীতলা, সাপাহার ও সতীহাট শাখার ২৩ জন ক্রেডিট অফিসার ৩ দিনের প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবগত হন। প্রশিক্ষণে সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন ঘাসফুলের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপক আবু করিম ছামি উদ্দিন।

হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

হিসাব রক্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে হিসাব রক্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ গত ৮-৯ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ২ দিনে ব্যাপী পরিচালিত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলায় ঘাসফুল মাদারবাড়ী ১ ও ৬ নং শাখা সহ সরকারহাট, পতেঙ্গা, পটিয়া সদর, দেওয়ানবাজার, আনোয়ারা, অক্সিজেন, বহদ্দারহাট শাখা এবং প্রধান কার্যালয়ের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাবৃন্দ । প্রশিক্ষণ চলাকালে অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সহকারী পরিচালক স্মৃতি চৌধুরী, মারুফুল করিম চৌধুরী প্রমুখ।

এক নজরে গত তিন মাসের (জানুয়ারী - মার্চ ২০১১) ঘাসফুল - প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

সেবার খাত	সেবার পরিমাণ
ক্লিনিকাল সেবা	১৯৫০ জন রোগীকে ২৫ টি স্থায়ী ক্লিনিক সেশন এবং ৪৩ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেশন এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
টিকা দান কর্মসূচী (ইপিআই)	মোট টিকা গ্রহনকারীর সংখ্যা ৭৭২ জন। এর মধ্যে মহিলা গ্রহীতার সংখ্যা ২৩৭ জন এবং শিশু গ্রহীতার সংখ্যা ৫৩৫ জন।
পরিবার পরিকল্পনা	মোট গ্রহীতার সংখ্যা ২৭৮৩ জন। এদের মধ্যে কনডম ৯৩৩ জন, পিল ১৪৫০ জন, ইনজেকশন ৩৯৪ জন, আই ইউ ডি (রেফারেল) ২ জন এবং নরপ্লান্ট (রেফারেল) ৪জন।
নিরাপদ প্রসব	ঘাসফুলে কর্মরত প্রশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ১৮১ জন নবজাতক নিরাপদে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছে। তার মধ্যে ৯৩ জন ছেলে শিশু এবং বাকী ৮৮ জন মেয়ে শিশু। পাশাপাশি গত ২১ জানুয়ারী ঘাসফুলে কর্মরত ধাত্রীদের ত্রৈমাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	কর্মএলাকার ৩০ টি গার্মেন্টস এর মোট ৬১৭৪ জন শ্রমিককে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ১২৮৫ এবং মহিলা ৪৮৮৯ জন।

এক নজরে ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম (৩১ মার্চ ২০১১)

খাতের নাম	সদস্য	ঋণী সদস্য	সঞ্চয় স্থিতি	ক্রমপূঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ(টাকা)	ক্রমপূঞ্জীভূত ঋণ আদায় (টাকা)	ঋণ স্থিতি (টাকা)
নগর ক্ষুদ্র ঋণ	২৪৭৫০	১৮৪২৯	১১,১৭, ৫১,১৫৫	১৮৬,৮৬,৬৭,৪০০	১৬৯,৬৬,৭৩,৫৫৩	১৭,১৯,৯৩,৮৪৭
গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ	১৩৯১৬	১০৬৯৮	৩,২১,৫৯,৪৬৪	৪৯,৩৩,৭৫,০০০	৪০,৬৮,৪২,৬৪৪	৮,৬৫,৩২,৩৫৬
ক্ষুদ্র উদ্যোগী	১৯০৩	১৬৩৯	৩,৮৭,৮৯,৫৮৪	৪৩,০৮,৮৩,০০০	৩৭,১০,৯০,০১৬	৫,৯৭,৯২,৯৮৪
কৃষি খাত	৮৮৬	৬৯৩	১৯,০৭,০৩৫	১,৭৯,৮৭,০০০	৬৯,৮৪,০৮৫	১,১০,০২,৯১৫
অতিদরিদ্র	৫৩	৪৬	৬২,৩০৫	২৪,৮২,০০০	২৩,৩৯,০৬৩	১,৪২,৯৩৭
ইফরাপ	১৯৩	১৯৩		৯,৪৫,০০০	৩,৮৭০	৯,৪১,১৩০
এলআরপি	৩৬	৩৬		৪৯,৯০,০০০	৪৯,২৩,১০৩	৬৬,৮৯৭
মোট	৪১৫০৮	৩১৫০৫	১৮,৪৬,৬৯,৫৪৩	২৮১,৯৩,২৯,৪০০	২৪৮,৮৮,৫৬,৩৩৪	৩৩,০৪,৭৩,০৬৬

চট্টগ্রাম অটো টেম্পু সমন্বয় ফোরামের সাথে ঘাসফুলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

তিন চাকার ইঞ্জিন চালিত যাত্রীবাহী বাহন টেম্পুর হেলপার হিসেবে কর্মরত শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ এই শ্রম থেকে সরিয়ে এনে তাদেরকে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার মুল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এমজেএফর সহযোগিতায় নেস্ট প্রকল্পের উদ্যোগে বিভিন্ন রকম কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতা ধরে গত ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে লালখান বাজার শামছী কলোনী এলাকার জলসা ক্লাবে চট্টগ্রাম অটো টেম্পু সমন্বয় ফোরামের নেতৃবৃন্দের সাথে ঘাসফুলের একটি প্রতিনিধি দল মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহন করেন। অটো টেম্পু সমন্বয় ফোরামের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ও ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সহ সভাপতি ড. মনজুর - উল - আমিন চৌধুরী উভয়েই স্ব - স্ব প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দান করেন। এই সময় সমন্বয় ফোরামের কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন স্টেশন /পয়েন্ট সমুহের দায়িত্ব প্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ সহ অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন টেম্পু সমন্বয় ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জনাব নজরুল ইসলাম, ঘাসফুল সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা, নেস্ট প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

ঘাসফুল মাইম প্রকল্পের স্টাফ ওরিয়েন্টেশন

১ম পৃষ্ঠার পর - ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য বীমা প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। উক্ত ওরিয়েন্টেশনে অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সহকারী পরিচালক ও মাইম অপারেশন ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল সহ ঘাসফুলের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ।

নারী দিবসের শততম বর্ষপূর্তি

১ম পৃষ্ঠার পর - চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক) এর মহিলা কাউন্সিলর জান্নাতুল ফেরদৌস পপি, লায়ন ক্লাব চিটাগং পারিজাত এলিটের সভাপতি ও ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সসদ্য জাহানারা বেগম এবং কদমতলী আলোসিঁড়ি ক্লাবের সভাপতি আলহাজ্ব শওকত আলী। অতিথিবৃন্দ বলেন নারীদেরকেই নারী অধিকার আদায়ে অগ্রনী ভূমিকা রাখতে হবে। ঘাসফুল সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মাঝে আরো বক্তব্য রাখেন পূর্ব মাদারবাড়ী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দেবী চৌধুরী ও পাথরঘাটা মেনকা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা আয়েশা খাতুন, প্রমুখ।

চট্টগ্রামে শিশু আনন্দ মেলা -২০১১ সম্পন্ন

১ম পৃষ্ঠার পর - উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে অতিথিবৃন্দ ঘাসফুল সহ অন্যান্য সংস্থার স্টল পরিদর্শন করেন। ১৪ ফেব্রুয়ারী ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টারের কিশোর কিশোরীদের পরিবেশিত নাটক " আমাদের কথা" এবং ১৫ ফেব্রুয়ারী ঘাসফুল শিশুদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মেলায় আগতদের নজর কাড়ে।

শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্য বই বিতরণ

১ম পৃষ্ঠার পর - শিক্ষার্থীদের জন্য পটিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস হতে ১৫০ সেট বই সংগ্রহ করা হয়। ব্র্যাকের সহযোগিতায় পরিচালিত কোলাগাঁওস্থ ঘাসফুল উপানুষ্ঠানিক স্কুলের ৪র্থ শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের মাঝে বই সমূহ বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি চট্টগ্রাম শহরের থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সমূহ হতে সংগ্রহ করে ১৭ শত ৩য় শ্রেনীর বই এমজেএফ এর সহযোগিতায় পরিচালিত নেস্ট প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের মাঝে এবং ১০৮ সেট বই ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের ১ম থেকে ৫ম শ্রেনী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

নেস্ট প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত সংবাদ

শিশুদের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি

ঘাসফুল কর্মএলাকায় স্কুলগমনোপযোগী যে সকল শিশু দারিদ্র্য এবং অভিভাবকদের সচেতনতার অভাবে স্কুলে যায়না এমন ৩২৯ জন শিশুকে গত ডিসেম্বর'১০ হতে ফেব্রুয়ারী'১১ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়।

গভার্ন্যান্স অব এমজেএফ পার্টনারস'

১৭ জানুয়ারী ২০১১ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিনিধি দল নেস্ট প্রকল্প পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শন কালে তারা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, পিটিএ কমিটির সদস্য, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং শিশুদের চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে "স্টাডি অন এনজিও গভার্ন্যান্স অব এমজেএফ পার্টনারস" বিষয়ে মতবিনিময় করেন। পাশাপাশি গত ৫ জানুয়ারী এমজেএফ এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার আবদুল্লাহ আল মামুন ঘাসফুলের পোস্তারপাড় এলাকায় পুস্পিতা স্কুলের কর্মজীবী শিশুদের কর্মস্থল পরিদর্শন করেন এবং চাকুরী দাতাদের সাথে মত বিনিময় করেন।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা -২০১১

এমজেএফর সহযোগিতায় ৩০টি এনএফই স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা - ২০১১ গত ২-১৬ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগীদের মাঝ থেকে প্রতি স্কুলের ৫ টি ইভেন্ট থেকে ১ম,২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী ৪৫০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ কালে সংশ্লিষ্ট এলাকার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন পিটিএ কমিটির সদস্য, অভিভাবক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং এডুকেটরবৃন্দ।

৩য় শ্রেণীর জন্য বেসিক ট্রেনিং

নেস্ট প্রকল্পের আওতায় ৩য় শ্রেনীর পাঠ্য বইয়ের উপর উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা মৌলিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ১২-২০ মার্চ ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নেস্ট প্রকল্পের ১৫ জন এডুকেটর ও ৩ জন প্রকল্প কর্মকর্তা। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক নূর-ই-আকবর চৌধুরী, ঘাসফুলের উপ পরিচালক মফিজুর রহমান এবং সমাপনী পর্বে ইলমার নির্বাহী প্রধান জেসমিন সুলতানা পারু সনদ বিতরণ করেন। প্রশিক্ষণ সহায়ক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোডেকের শফিউল্লাহ মজুমদার।

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ১০, সংখ্যা ১, জানুয়ারী- মার্চ ২০১১

ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম বন্ধে সামাজিক জাগরণের কোন বিকল্প নেই

নেস্ট প্রকল্প আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে আলোচকদের অভিমত

শুধু মাত্র আইন করে শিশু শ্রম বন্ধ ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক জাগরণ সৃষ্টি করা। সকল স্তরের নাগরিক সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হয়ে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ঝুকিঁপূর্ণ শিশু শ্রম বন্ধে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারলেই কাংখিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। "সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য কর্মক্ষেত্রে শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরী ও কিছু ভাবনা" শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে বক্তারা উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন। গত ১৬ মার্চ ২০১০ তারিখে চট্টগ্রামস্থ কারিতাস মিলনায়নে নেস্ট প্রকল্পের উদ্যোগে উক্ত গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের (এমজেএফ) সহযোগিতায় পরিচালিত উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এমজেএফ এর পরিচালক (গভার্ন্যান্স) ফারজনা নাঈম এবং ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সহ সভাপতি ড. মনজুর - উল - আমিন চৌধুরী। ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামছুন্নাহার রহমান পরাণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকের ধারণা পত্র উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড.কুন্তল বড়ুয়া। মুল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে তিনি বলেন ২০০২-০৩ সালের জরিপ অনুযায়ী দেশের মোট শিশুর সংখ্যা ৭৪ লক্ষ। তবে মোট শিশুর কতভাগ গৃহকর্ম সহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত তার কোন সঠিক তথ্য উপাত্ত নেই। শিল্প কারখানা ও গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুরা স্বাস্থ্য ঝুঁকিসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এর মধ্যে ৬ - ১৬ বছর বয়সী কিশোরীরা সবচেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে। ধারণা পত্রের উপর আলোচনা করতে গিয়ে অন্যান্যদের মাঝে আরো বক্তব্য রাখেন দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশের নগর সম্পাদক এম নাসিরুল হক, শ্রম কল্যান ইনস্টিউট এর প্রভাষক আরিফ উদ্দিন মইন খান, চসিক এর মহিলা কাউন্সিলর জাহানারা বেগম সহ ঘাসফুল, ইলমা, ওয়াচ, কোডেক, মমতা, অন্তর, ব্রাইট বাংলাদেশ ফোরাম সহ অন্যান্য এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ। সভায় আলোচক বৃন্দ ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসনে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। বৈঠকে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চাকুরীদাতা ও এসোসিয়েশান নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচকদের মূল্যবান মতামতের সারসংক্ষেপ নেস্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে যা শিশু অধিকার রক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে শিশু বান্ধব পরিবেশে তৈরীতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে এই প্রত্যাশার মধ্যে দিয়ে বৈঠকের পরিসমাপ্তি হয়। বৈঠক শেষে এমজেএফ পরিচালক ফারজনা নাঈম নেস্ট প্রকল্পের আওতাধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম এবং প্রকল্পের কর্মকর্তা ও এডুকেটর বৃন্দের জন্য আয়োজিত ৩য় শ্রেনীর পাঠ্য বইয়ের উপর অনুষ্ঠিত মৌলিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিদর্শন করেন।

পটিয়ায় ঘাসফুল স্কলারশীপ প্রদান

গ্রামের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদানের অংশ হিসেবে ঘাসফুল স্কলারশীপ প্রদান অনুষ্ঠান গত ৬ ফেব্রুয়ারী পটিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পটিয়াস্থ কোলাগাঁও ইউনিয়নের লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেনীর ছাত্রী শাহীন আক্তারের ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেনী পর্যন্ত পড়ালেখার ব্যায় সমূহ ঘাসফুল স্কলারশীপ ফান্ডের আওতায় নির্বাহ করা হবে। ব্রিটিশ নাগরিক ক্যাথরিন ম্যারের সহযোগিতায় পরিচালিত এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শাহীন আক্তারের ৬ষ্ঠ শ্রেনীর শিক্ষা সামগ্রী, যাতায়াত, টিফিন, জরুরী স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা সহ অন্যান্য খরচ বাবদ মোট ২২ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। ক্যাথরিন ম্যারে ২০০৯ সালে গ্লোবাল এক্সচেইঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় ঘাসফুলের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করার জন্য ৩ মাস ব্যাপী ঘাসফুলের বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এই সময় তিনি ঘাসফুল পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র সমূহে শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন রকম শিক্ষা উপকরণ তৈরী করেন। এবং পরবর্তীতে নিজ দেশে ফিরে গিয়ে ঘাসফুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের যাতে মাধ্যমিক পর্যায়ে গিয়ে অর্থের অভাবে শিক্ষা কার্যক্রমে বিঘ্ন না ঘটে সেই জন্য ব্যক্তিগত ভাবে ফান্ড গঠনের উদ্যোগ নেয়। তাঁর গঠনকৃত ফান্ডের প্রথম পর্যায়ের অর্থ পটিয়া উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব মোহাম্মদ আবুল হোসেন শাহীন আক্তারের হাতে তুলে দেন। এই সময় শাহীন আক্তারের পিতা বছির আহম্মেদ ও মাতা নাছিমা আক্তার উপস্থিত ছিলেন। অর্থ হস্তান্তর কালে জনাব আবুল হোসেন আশাঁবাদ ব্যক্ত করে বলেন ঘাসফুলের সহায়তা নিয়ে এই শিক্ষার্থী নিজেকে এমন ভাবে গড়ে তুলবে যাতে পরিবার, সমাজ ও জাতি তাঁর সাফল্যে গর্ববোধ করতে পারে। এই সময় অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানিক কিশোর মালাকার, ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামছুন্নাহার রহমান পরাণ, পটিয়া প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাকিম রানা. ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা সহ ঘাসফুল গ্রামীন শিক্ষা কার্যক্রমের সহায়িকাবৃন্দ। উল্লেখ্য যে শাহীন আক্তার ব্র্যাকের সহযোগিতায় পরিচালিত ঘাসফুল ইএসপি স্কুল থেকে তৃতীয় শ্রেনী পর্যন্ত সমাপ্ত করে। এবং ঘাসফুলের পরামর্শক্রমে লাখেরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৫ম শ্রেনী সমাপ্ত করে লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে ভর্তি হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে উক্ত শিক্ষার্থীর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

ব্র্যাক আয়োজিত বিভাগীয় আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ঘাসফুল শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব

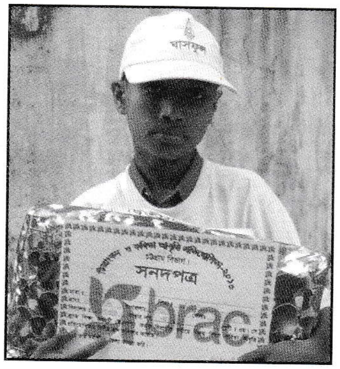

ব্র্যাক আয়োজিত চট্টগ্রাম বিভাগীয় কবিতা - আবৃত্তি প্রতিযোগিতা গত ১২ জানুয়ারী ২০১১ তারিখে চট্টগ্রামের কাজীর দেউড়ীস্থ ব্র্যাক রিসোর্স সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় পর্যায়ের এই প্রতিযোগিতায় পটিয়া উপজেলার কোলাগাঁও ইউনিয়নে ঘাসফুল পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক স্কুলের ৪র্থ শ্রেনীর ছাত্র ইমন দে ৩য় পুরস্কার লাভ করে। চট্টগ্রাম বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা উপ পরিচালক সূফি আলী রেজা, প্রধান অতিথি এবং ব্র্যাক রিসোর্স সেন্টারের ইনচার্জ শফিকুল ইসলাম ও ব্র্যাক ইএসপি প্রোগ্রামের সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজার মানিক লাল চক্রবর্তী শিশুদের কবিতা শৈলী উপভোগ করেন। উল্লেখ্য ইমন দে গত ডিসেম্বর মাসে ব্র্যাক এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জেলা পর্যায়ের কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করেছিল।

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী
সম্পাদক
শামছুন্নাহার রহমান পরাণ
নির্বাহী সম্পাদক
জহিরুল আহসান সুমন
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

প্রকাশনা : **ঘাসফুল**, ৪৩৮, মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম। ফোন: ২৮৫৮৬১৩, ফ্যাক্স: ২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১১৯৯ ৭৪১১৬৬
ই-মেইল : **ghashful@ghashful-bd.org** ওয়েবসাইট : **www.ghashful-bd.org**